দেবীদহন

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য

দিল্লি হাটার্স
C-489, Sarita Vihar
New Delhi-110076

DEVIDAHAN
A Collection of Bengali Poems
by
KRISHNA MISHRA BHATTACHARYAY

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০১৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
দিল্লি হাটার্স

মুদ্রক
মুদ্রণ গ্রাফিক্স। ২৪ রাজা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
সঞ্জীব চৌধুরী

মূল্য : ৩০ টাকা

রিয়ার-ভিউ

সন্ধিপূজার আয়োজনে সারা
রাতগন্ধী নির্ভুল যোজনায়
কলাবতী রাগিনী আকাশ
লাল নীল অর্কিড আঙিনায়
রিয়ার-ভিউ মিরারে পিছলে যাওয়া রাজধানী মুখ
স্টীমড্ মোমো গ্রীল্ড স্যান্ডউইচ নিজামী কাবাব
আন্ডারপাসে ভুলপথ গ্ল্যামার জিপসি টপ্ গীয়ারে
টপকে যায় টোল প্লাজা রাত হাঁটে বুকে সরীসৃপ
আয়নায়
জলছবি নগর রাজপথ
অবিরাম সতর্ক পাহারায়

ল্যাম্পপোস্ট উবাচ

‘পলিটিক্স ইজ্ দ্য মোস্ট মিজারেবল হিউমেন অ্যাকটিভিটিস্’
শব্দক’টি কোট করে প্রথম ল্যাম্পপোস্ট চুপ
তিনটি ল্যাম্পপোস্ট সমদূরত্বে একই সরলরেখায়
প্রথম ল্যাম্পপোস্টটিতে চল্লিশ ওয়াটের বালব্
কিছু অগ্নিবিলাসী পতঙ্গ হাতছানি দেয় নেচে নেচে
‘হিয়ার! হিয়ার!’

কিছুক্ষণ আগেই ঝড় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত
দ্বিতীয় ল্যাম্পপোস্টটিতে শর্ট সার্কিট। দাঁত
ছিরকুট শব্দ গড়ায় কোনো কিছুরই কোনো
মানে নেই। ফারাক; নেই।
সাদা; কালো
চোর; পুলিশ
অন্ধকার; আলো
তার দাঁত কিড়মিড় বেড়েই চলে

তৃতীয় ল্যাম্পপোস্টটিতে কোনো আলো নেই। মরা
বালবের একটি টুকরো। অন্ধকারের নীচে
একটি গারবেজবিন
গর্ভজুড়ে অর্গানিক ইনঅরগানিক
মাটিরিয়েল বর্জ্য
বৃষ্টিতে খুসবু খুব।
পচা মাংসের হাড়
ডিসপোজেবল্ টয়লেট-ন্যাপকিন
স্ত্রী-ফীটাস্
RDX
কম্বলমুড়ি গুটিসুটি ল্যাম্পপোস্ট একটি
স্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায়
শীত। শীত। একটু আগুন চাই
আগুন।

ডালহৌসি

সূর্যমোড়া বরফ পাহাড় হাতের মুঠোয় কাচের
কুয়াশায় একলা গাছ শিল্পীর অনুমোদনহীন
শিল্পিত ভাস্কর্যে সাদা বিছানার কম্বল
উষ্ণতায় হাত বাড়ালেই দেওদার অরণ্য অঢেল
আদেখলা ভালোবাসায় গলে যাওয়া রেশম
ঘাস সকাল বাণিজ্যিক সেলোফোনের
বাঁধনহীন স্বাধীনতায় ফুলগুলিও ম্যাজিক।
রাণীখেতের চড়াই ভেঙে উঠে যাওয়া আর
আইসক্রীম জোছনা খাওয়া শীত টুপি
হিমের চাদর পাহাড় বুকের খাঁজে খোলা
হাওয়ার স্পর্শকাতর হাত সাদা
বরফিলা আলো জানালায় মেখে
রাত্রির উৎসব শেষের আশায় রাতজাগা
অ-জাগর
সুভাষ চকের শিখরে দাঁড়ালে চাদ্দিকের গোধূলি

E\Dilip\Krishna Mishra\2\2nd Proof

পাহাড় বড় সুখময় ওক দেবদারু—পাহাড়ের
প্রায় মুছে যাওয়া স্তর সবুজ মেখে শাড়ির
নীল সিলকিপাড়; ক্রিমসম অন্ধকারের
ক্রোমোজোমে বাতাস মধুচোরা কনে বউ
আলোয় ভুট্টার দানারও বীজমন্ত্রের মতো
শাখা মেলে দেবদারুর বুকে ছেনে বাদল
মেঘ পথ হারায় কালাটপের ফার্ন আর
জঙ্গলের রহস্যমায়ায়
বৃষ্টিরা
ডানা মেলে
কালো পাহাড়ে ঝাপটায় সমতটের গাড়ির
বনেটে হাওয়ারা গর্জায় লাল বালুচেরা রাস্তা
এঁকে বেঁকে
ঈশান কোণের দিকে তর্জনী হেলায়
বালুচিহ্নে ক্ষত রেখে বৃষ্টিরা সাঁতরে যায়
ডাইনকুণ্ড খাজিয়ারের প্রচ্ছায়া জীবনের দিকে।
কুচি কুচি বাতাস, নদী ঝরনা একই লয়ে বাজে
হারমোনাইজেশনে গলা মেলায় রুদ্র পাহাড়
শঙ্খসাদগা কৈলাস পাহাড়ি ঘণ্টায় জগদম্বা
মন্দিরের মঙ্গল আরতি রাত ভোরের বাতাসে
ডাইভ্ দিয়ে পেরিয়ে যায় কাঠের বাংলো
লন রাত পাখির চোখ—সপ্তর্ষিলোক
ড্যাফোডিল ডেইজির না ফ্যাসিয়াল মুখে
সূর্য তপস্যা; কাচের আসরে আচমকা ব্রেক
কষে নগরজীবন গ্রীলের বাঁকাচোরা
পথে মুখ রাখে পাহাড়ের সূর্যওঠা দেখবে বলে
ছায়া গাঢ় ঝরনার উৎসমুখ কেমন বটলনেক
চোখোলা ধর্মমন্দিরের আবহসংগীত বানভাসি
পদ্মপাতায় মেঘের দোলায় সূর্যগোলা সাত রং
এখন ত্রিশূলের ফলায় কুবেরের মেঘলা
রত্নমালায় মণিমহেশের নীল কুণ্ড
স্নানে যুগ্ম ভালোবাসায় রচিত নতুন কুমার
সম্ভবম্ কাঠের ফলকে খচিত মালায়

শতাব্দীর কারুকার্যে
এভাবে এবং
এভাবেই
তুষারযুগ উত্তীর্ণ জিপসি ইরাবতীর নীল ঘাঘরা
মৌরি গন্ধ শব্দমঞ্জীরে মর্ত্যগামী—ছত্রাড়ি
চবুতরায় পাহাড়ি আনাজ লঙ্কাক্ষেত আর
কিশোরী বিগ্রহ ছুঁয়ে জীবন চেনে
ডিজিট্যাল প্রজন্ম; হিমবাহ
পতনগম্ভীর ওঙ্কারে
বেজে ওঠেন প্রপিতামহ কবি অর্চিত
ভালোবাসার সবুজ অহংকারে
করুণায়
মোমালি আলো ঝরায় আজও
অর্ধনারীশ্বর।।

ষোলো-বারো-বারো

মহুয়ার গন্ধ ছিল না কোথাও কানামাছি খেলার সাজানো
বাগানে; দেশরাগে টানটান বাসস্টপ। পি.ভি.আর
মলের গ্ল্যামার মুখগুলো মোমের মুখোশে
ঘেমো চ্যাটচ্যাটে
প্লাস্টিক বডির প্লাস্টিক হাসির রূপটান খুলে
আউটার রিং রোডে লাক্সারি বাস স্লীমশটে
ডাংগুলি খেলে
রাত তখনো না গভীর
কুয়াশারা নাচানাচি করেনি হ্যালোজেন
আলোর শরীরে
পীচ পথ উড়ালপুল তখনো লালচোখ
ট্র্যাফিক সিগন্যালের আন্ডার কন্ট্রোল
ব্যারিকেড ব্যারিকেড চোর পুলিশ খেলা
হোমপেজে ছিল না কোনো সঠিক সংকেত
সন্ধ্যানগরীর ফুটপাত ক্রমশ রক্তমগ্ন, মানুষের

শ্ব-দন্তে ইউক্লিড জ্যামিতির কোণ, বিন্দু
বিপ্রতীপ শরীর
বোগেনভেলিয়ার ডিনারে হায়েনাদের মিছিল
নাগরিক হ্যাঙ্গারে যৌন ফসিল
ফ্লুরোসেন্ট শহরের আলোকিত ক্যানভাস জুড়ে
ক্যান্ডেল লাইট, নিউ ইয়ার-হল্লাবোল
ট্র্যাজিক পিয়ানো রীডে লিরিকের লিথোগ্রাফ আঁকে
আরো এক লাঁ মিজারেবল—

দেবীদহন

সহসা হাম্বুরাবী মেজাজে আকাশ দীঘল চেরা
তীক্ষ্ণ বল্লম অথবা মিসাইল অ্যাটাকে ছিন্নভিন্ন ঘরমুখো রঙিন সন্ধ্যা।
কোনো সতর্কবাণী ছিল না কোথাও
মেঘডম্বুর, গঙ্গাজলী হাওয়ায় বেসামাল জরুগরু সমেত
ক্যাকফনিক গোধূলি
এফোঁড়-ওফোঁড় পাঁচমেশালি পাঁচফোড়ন জীবন
ছুঁচলো বর্শার ফলায় বিপন্ন বিষাদে ভিজে যায়
প্রাচীন নগরীর জানু, জঙ্ঘা, কালিন্দির বীতশোক বুক
এবং
ডাইনোসরের খাঁচাখোলা উদোম ফুসফুস
কথা ছিল না, ছিল না লাল সংকেত কোথাও
শাহী কেতায় তেরছা পল্টন এখন ইন্দ্রপ্রস্থে,
কুচকাওয়াজে পর্জন্য, ইরম্মদ আর অশনি—
বনেটের গায়ে ভেঙে পড়ে তীব্র আশ্লেষে
আহ্লাদিত জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায় সাবলীল বেলুন
শীৎকার, চীৎকার এবং সিগারেটের টিন
কোথায় খুলে গেছে ম্যানহোল
কিশোরের জামা বুঝি গলে যায়,
বৈদ্যুতিক পোলে আজ আদিম চকমকি
পেয়াদা, সান্ত্রী সেপাই, মন্ত্রীবিহীন এই
খাণ্ডব বন এখন আমার।

আমার দখলে এখন বেসামাল রাজপথ, বিলাসিত এভিন্যু,
গোল খাম্বা আর ট্র্যাফিক কনট্রোল।
ডানাকাটা পরীর মতো
দুঃখের মতো
বৃষ্টির বিন্দুরা এখন সঞ্চারমান
লাখো কোহিনুর উজ্জ্বল জনপথে মিশে যায়
শাহরুখের পারু, জন্মনিয়ন্ত্রণসূচক ভাঙা বোর্ড,
এইচ আই ভি-র সতর্ক নির্দেশ, পাল্‌স্ পোলিও, কালো বোরখা
লাল সিল্কের রুমাল
এবং
ষাঁড়ের নাদা
বলে গেছে উদ্দাম কলরবে কেউ—
কাজরী নাচ হবে এখন,
চামচে বাজবে ঘুঙুর,
ছল্লম ছল্লম
ঢোল বাজাবে ছুপা রুস্তম
সিরিফোর্টের নিলাজ নির্জনতায় ধর্ষিত হবে
কোনো কুমারীর দেহ
তারপর,
ভিজে যাবে, গলে যাবে লাভা স্রোতে মহাভারতের
ন্যালাখ্যাপা নড়বড়ে প্রাচীন নগর
হোলিকা নয়, দেবীদহনে কেঁপে উঠবে আমূল বেবিলন,
মেসোপটেমিয়া মহেনজোদাড়োর
পরিখা, পয়ঃপ্রণালী এবং
পরিত্যক্ত খণ্ডহর—

E\Dilip\Krishna Mishra\4\2nd Proof

হুইস্কি দুপুর

আমার একটা আস্ত মুচমুচে পাঁপড়ভাজা দুপুর ছিল। মেঘের পেটকাটা জরায়ু ছিন্ন সন্ত্রাসমাখা কোনো বৃষ্টিপাত ছিল না কোথাও। গলিত মোমের চ্যাটচেটে লাভাস্রোতে মাধান-স্মৃতিরা চলে যেমন দুলকি চালে হুকোবরদার কাহারদের ছন্দচলন চড়াই-এর প্রতি। হোঁচট খাওয়া গাভীষ্ট সময়ের পা কাটা গরম লহু-লোহান, কড়াপড়া গরীব ফুটপাত। ওয়ানস আপঅন অ্যা টাইম দেয়ার ওয়াজ অ্যা... বাড়িটির ধূসর পর্দাতপা দেয়াল জুড়ে কবেকার বসুধারা নববধূর পায়েলের লালিত্যে। চিড়-ফাটা লাল মেঝেতে ভুরু-পোড়া দুব্বা ঘাস। অষ্টাবক্র দুপুর গণিতের মনোযোগী তাপসমাত্র। অ্যানজিওস্পার্মদের সাইটোপ্লাজম কুরে কুরে খায় করাতজিভ মাইসেলিক্স। পরাজিত ফারাওয়ের তল্পিবাহক দুপুর কুটিল কোনো হর্সরাইডার। ঘুঘুরা ঘুমোয় কাঁটাতারে আটকে থাকা সবুজ পালক কিংবা টেলিফোনিক বিষণ্ণতায়। পলেস্তারা খসা টানটান নির্জলা হুইস্কি দুপুর বোতামহীন উরস খুলে সপাটে ঢেকে দেয় পেরেক বিন্দুর মতো সাবলীল জঠর।

মধ্যাহ্ন > মাধান—সিলেটের ডায়ালেক্ট, অর্থ : দুপুর

স্বপ্নের কারিগর

খুল্লাম খোলা অন্ধকারের পাতাল ভেঙে উঠে আসে স্বপ্নের ডিঙি নৌকোগুলো
স্কারলেট পাপড়ির গোপন জামায় পালকের স্বপ্নিল মদ মোহ মায়া
গড়ানো রাস্তার দু-পাশে কংক্রিট, খাদাল রোডমিক্সার
জঙ্গল গিলে গিলে রাতচর বিদ্যুৎ পাখিরা
জিভ চাটে, খায় জীবনের আর্দ্রতা
হিমভেজা রজনীগন্ধার ডাটা ভেঙে কষ গড়ায়
    অনাবৃত ধুন্দ্‌লা আকাশে
হাতড়ে হাতড়ে বুড়ি ছোঁয়ার
    চেষ্টা করে হন্যে
হতে থাকে স্বপ্নের কারিগর।

সতর্কনামা সিঁড়ি

সাড়ে বত্রিশটি পুতুলবসানো সবুজ অহংকারের সিঁড়িগুলো ভাঙতে ভাঙতে অবশেষে সিঁড়ি কিংবা পুতুল হয়ে যাওয়া... মোজাইকের মসৃণতায় কর্নিকের নিপুণ কারিগরিতে ক্রমেই পুরু হয় ঘাড়গর্দানের মাংসপেশী চোখের কর্নিয়ায় বাষ্পায়িত ওপেক ঝিল্লি সিঁড়ির ভাঁজে ভাঁজে জমে কল্পিত ধুলো, মাকড়সার জট মোম পিছল পরী শরীর চুঁইয়ে নামে বাগদাদী ঝরনা আতরের খুশবু গোলাপগন্ধী কামাতুর নির্যাস পুতুলের লাল চুনীর চোখদুটিতে খোজা হাবশীদের সতর্কনামা সিঁড়ি এবং সাড়ে বত্রিশটি যাপিত জীবনের বর্ণমালায় আরেকটি সিঁড়ি কিংবা পুতুলের জন্ম হয়...তারপর আরেকটা...তারপর এভাবেই...।

কাচ কাচ ফুলকি

কালো মার্জারীর তৎপরতায় চাঁদ সন্তর্পণে পা রাখে
                নিমগাছের অলিতে গলিতে
এতটা আলো চায়নি সে, চেয়েছিল মধ্যবর্তী
                আলাপিত জীবন... ... ...।
সাইডওয়াক কিংবা পেভমেন্টে আলোরা সাঁতার কাটে
মৎস্যনারীদের মতো মোমছাপা শরীরে কাচ কাচ ফুলকি উৎসব
ডিএলটি-র হরিয়ালি ঘাঘরায় জানু ঢেকে
বৃষ্টিবিন্দুরা গল্প শোনে সেইসব ...
এতটা আলো চায়নি তারা — চেয়েছিল
সরের মতো, কুয়াশার মতো নির্বিকল্প সমর্পিত মনন,
ইন্দ্রপ্রস্থের পাওয়ার স্টেশনে এখন চাঁদেদের
    তারাদের হ্যালোজেনদের মেহ্‌ফিল্
খাণ্ডববনের মুক্ষি পায়রারা হাততালি দেয়
জমাটি খণ্ডহরে হোমো হ্যাবিলিস কোনো
কৃষ্ণ রমণী আরবান সময় কুড়োয়
    চোখবাঁধা গান্ধারী অন্ধকারে।

E\Dilip\Krishna Mishra\5\2nd Proof

টু বি অর নট্ টু বি

ট্রেনের জানলা থেকে উড়ে যাওয়া অন্ধকারের সঙ্গে
কানামাছি খেলতে খেলতে হয়রান জোনাকিরা
পা রাখে মেহগনি খাটে
কোবাল্ট ব্লু-র সার্ফলাইন ছুঁয়ে শঙ্খচিল পালক ঝাড়ে
হিরোশিমার ডেনজার সিগন্যালে
আইস কেভের ভিতর পুরো গ্লোবটাই সেঁধিয়ে
যেতে পারে কিংবা
পুরো গ্লোবটাই হয়ে যেতে পারে একটা বরফের গুহা
পাম্পাস, সাভানা, তরাই-এর লেমন লাইন ধরে
ছুটে যায় সিসিলিয়া রুয়েদা
শঙ্কর নিয়োগী সফদর হাসমি
পিকাসোর পায়রা শরীর পাল্টায়
সেলগুলোতে ক্রমাগত মিউটেশন
নোনাজল গিলে গিলে হাঙরেরা কেমন টর্পেডো হয়ে যায়
স্ট্রবো এফেক্টে কেঁপে কেঁপে ওঠে কনট্ সার্কাসের
ইনার সার্কল্
জেড্ ক্যাটাগরির ব্যারিকেড খাবলে লাইভ্ওয়্যার
গুলো হামলেও তো পড়তে পারে
একটা চিঙারিতে, এভিন্যু, গোল খাম্বা, আর
ঘামন্ড রাজপথ হয়ে তো যেতে পারে এক একটা
ম্যাগমা চেম্বার
জিগ্সো পাজ্ল এর খেয়ালী টুকরোগুলো
লা বোকা—প্লাজা মার ডেল প্লাটা
মিরামারে ছত্রাকার একটা
বিশেষ এঙ্গেলে
ক্রিমসম অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্ট টেলিফোন পোল
হাই ভোলটেজ ট্রান্সফরমাররাও এখন
কনফিউশানে—
'টু বি অর — নট্ টু বি—'

পিট সিগার, তোমাকে

পাথরের ঢাকনা সরিয়ে স্বরলিপি গীটারে তর্জনী ছোঁয়ালে
ঝিলমিলিয়ে ওঠে হাডসন বে
আবহসংগীতে গলা মেলায় লেক মিসিগান,
বৃত্তের ভেতর থেকে বীজ ফাটা কুসুম মুখ
অন্ধকার জরায়ু ভাঙা তীব্র নিখাদে অহংকারী
অতলান্ত ওয়েভ।
চুনোপুঁটি, স্যমন, ডান্সিং মারমেড ঘাই তোলে
সময় সংকেতে
ফিনিক ফোটা জোছনার সিলভার লাইন তছনছ
তোমার স্পর্ধিত মেধার আঙুল, তেত্রিশ কোটি
ঈশ্বরের মুখে চুমু খেয়ে মুদারায় আছড়ায়
'ইফ আই হ্যাড অ্যা হ্যামার—'
ভার্জিন স্টোনের চোখে ভাঙা জল টপকায়
ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনের সবুজ কার্পেটে।
স্বপ্নের পশুপালক, ফ্লেমিংগো, বার ড্যান্সার,
সংশোধিত ওয়ার মংগার নীল দোপাটির
পাপড়ি দেখে
সরলরেখার পাথর ছেনে ছেনে স্নাতকোত্তর
ফসিল রিসার্চ পেপার বানায়
নিমগ্ন শতাব্দীর রাস্টেড্ ব্যারিকেড
খুলতে খুলতে অসতর্ক মাদল শিরদাঁড়ায়
বাজনা বাজায়
'ফুলগুলি কোথায় গেল?'

সকাল

কোনো কোনো সকাল আসে ঠিক সকালেরই মতো
সাতটি ঘোড়া, হীরের মুকুট চমকায়
সোনা সূর্য পূব আকাশে
পাহাড়গুলো আঙুল জোড় করে, নদীগুলো

গীটার বাজায়
পার্থিব শব্দরা অনুপস্থিত—অতএব
পানকৌড়ি, জঙ্গল ফাউল আর
ই-গ্রেটদের বৃন্দগান
হাতিদের সূর্য প্রণাম, গণ্ডারের পিঠে
চরে খাওয়া ধবল বলাকা, চড়ুই আর—
শালিকদের নির্ভয় মর্নিংওয়াক
ডিহং নদীর বাঁকে জলবিন্দুরা অরণ্য মাখতে
মা-খ-তে
চলে যায় যতদূর ইচ্ছে
ভোর যখন সকাল-সকাল যখন আ-রো
সকাল
নীলাচল তার মাথায় পরে থাকে চুণীলাল
টিপ
আর তখুনি বলা যায়, কোনো কোনো সকাল আসে
ঠিক সকালেরই মতো।।

জলছাপ

রট আয়রনের টেবিল ঘিরে চারটি চেয়ারের
একটিতে চুপচাপ সন্ধ্যা, অন্যটিতে হাওয়া।
কফির পেয়ালায় ব্যস্ত চুমুক। সাবওয়ের
দেয়াল বেয়ে অন্ধকার কাঁথা স্টিচের গ্ল্যামার
খাবলায়। নির্জনতার চাবুক মেখে বাতাস
এক্সপ্রেস হাইওয়ে ধরে লং ড্রাইভে,
ওপেরা হাউসের হিজ মাস্টারস্ ভয়েস গান
শোনায় : 'মন দিল না বঁধু'। পরিভাষার
মুখ সাধতে সাধতে লগ্ন পেরিয়ে যাওয়া
অজস্র দিন। রট আয়রনের টেবিল ডিঙিয়ে
হাওয়া আর সন্ধ্যা ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়ায়,
মাঝখানে আধখাওয়া কফির মগ জ্যামিতিক
নকশায়।।

জলচরী শব্দরা

শব্দ যখন জলচরী ব্যালেরিনায় প্যাসিফিক বেসিনে,
রেলব্রিজে, গাড়ি বারান্দায়
মার্সল্যান্ডের বরফিলা হাওয়া আবাদী জমিনে
কথামালার গল্পে ভোর
কয়লা কালো বেড়াল ছানা দুধের বাটি ভেবে
বরফে মুখ
ধৌলাকুয়ার ফুটব্রিজে তুষারপুতুল নিথর
দুরন্ত রং-এরা আকাশময়—ঘাসফড়িং আড়িয়াল
পাহাড় টপকে টপকে কো-থা-য়
হা-পি-শ
রাজপতে মকড্রিল-ট্যাবলো-ডেয়ার ডেভিল
খেলা খেলা শব্দ বুলেট
ফুটপাতের বাক্স বিছানায় আহ্লাদী জোছনা পা
পরাজিত সম্রাটের মতো পথ হাঁটে চাঁদ
ঘরবাড়ি পিঠে শামুক সন্তর্পণে ঝিনুকের খোঁজে
অন্ধকার টানেলের গোপন ডেরায় হীরের চেয়ার ঘিরে
ডান্স অব্ ডেমোক্র্যাসি
জলচরী শব্দ যখন বাতাসদ্বীপে হাওয়া নাচে—
গোঙায়
'ইজ দেয়ার এ্যানি লাইট?' ইজ দেয়ার এ্যানি...'

আয়োজন

একটি কবিতার জন্ম হবে তাই এতো আয়োজন,
এতো কারুকাজ এতো অরণ্য প্রতিচ্ছায়া ভাসমান আকাশ
যমুনায় ডুবসাঁতারে রূপবতী তৃতীয়ার চাঁদ
হেলেঞ্চা কলমির সুবাসিত দাম
বেঁধে রাখে ফিনিসড্ প্রোডাক্ট
শিল্পের মৃগয়ায় উদ্বাস্তু ভিখিরি স্মৃতির আঁজলায়
ঢাকা মুখ, পানপাতা, চিবুক, আয়তাক্ষী চোখ,

E\Dilip\Krishna Mishra\7\2nd Proof

রূপশালি ধানের ঘাঘরায়, কাটাফালি কুমড়ো
পার্শলে পাতা বেবিকর্ন ছ্যাকছোঁক জীবন পাঁচফোড়ন কামড়
একটি কবিতার জন্ম হবে তাই এতো আয়োজন
এতো নৈঃশব্দের ঘেরাটোপ হরিণীর জলপাই বন
সবুজ, হলদে মোরগঝুঁটির লাল অভিজ্ঞান
গ্রীষ্মের দুপুরের রৌদ্রগন্ধ শাড়ি জামা
রাত্রির অর্ঘ্য লালসার রমিত বিজ্ঞান
একটি কবিতার জন্ম হবে তাই এত আয়োজন
এতো কারুকাজ, জলে স্থলে এতো ভাসমান বিষাদ।

স্যাংচুয়ারি ঘাসজমির জন্য

একটা স্যংচুয়ারি ঘাসজমির জন্য
আমি মুঠোয় নিতে পারি প্রাণভোমরা
তোলপাড় করতে পারি সাত সমুদ্র সতেরো নদীর জল
কোনো কীটনাশক বিষ করে তুলবে না
সেই ঘাসজমির সবুজ আঁচল
ঘাসফড়িং, লেডিবার্ড, গ্লোওয়ার্ম আর সোনালি ব্যাঙেরা
লুকোচুরি খেলবে চাপা রং রোদ্দুরে
শালিক, চড়ুই ব্যাবলার বেনেবউ
চড়ুইভাতি রাঁধবে ভোরের নরম আলোয়
মানুষেরা গল্প শোনাবে
ভালোবাসার ক্লোরোফিল সবুজে
চাঁপাকলি জোছনার ফিকে সাদা নাইটগাউনের ফ্রিলে
চুমু খাবে শিশির
উষ্ণায়নের গরম নিঃশ্বাস শুষে খাবে না
শবনমের ভিজে ঠোঁটে—
একটা স্যাংচুয়ারি ঘাসজমি চাই আমার
হানি বী বানাবে হানিকোম,
বরফিলা গ্লেসিয়ার ঝরণা হয়ে
ঝাঁপাই খেলবে পাহাড়ের কোলে,
নীলকণ্ঠ পাখি অরণ্যের মাথা ছুঁয়ে যেতে যেতে

পৃথিবীর জন্য ফেলে যাবে একটি রঙিন পালক
আমি একটা স্যাংচুয়ারির মুক্ত পৃথিবীর জন্য
মুঠোয় নিতে পারি প্রাণভোমরা—
সাতসমুদ্র সতেরো নদীর জল
ছানবিন করে তুলে আনতে পারি
১০৮টি সাদা পদ্ম...
একটা স্যাংচুয়ারি ঘাসজমির জন্য।

সান্ধ্য বুলেটিন

মাটিখেকো মেশিনের দাঁতগুলি সরে যেতে
আহত জমি শ্বাস নেয় আবার।
এবোড়-খোবড় রাস্তার নাগরিক কর্নারে
সারবন্দি সানঝা-চুলা;
উদোম শিশুর গালে চুমু খায় ছেঁড়া কাঁথা বাবা।
হলদে লাল সালমা-জরি'র ঘাঘরার ফাঁকে
ক্যারিবিয়ান হাওয়া।
কারা যেন আগুন দিয়েছে শুকনো পাতায়।
দমবন্ধ কার্বন মোনোক্সাইডে
ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওখলা এরিয়া
সন্ধ্যার ঝরোখায় ঘরমুখো।
নীল নির্জনতায় সেলফোন
মেটালিক নির্জনতায় কানে কানে বলে :
হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ...

E\Dilip\Krishna Mishra\8\2nd Proof